করোনা নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা

– দীপালোক ভট্টাচার্য

করোনা ভাইরাস মহামারী নিয়ে সারা দেশ এক ভয়াবহ আতঙ্কে আতঙ্কিত। আমি একজন স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে এই করোনা ভাইরাস মহামারীর শিকার হই। ইংরেজী ১২/৮/২০২০ বুধবার বেলা ১২টা ৩০ মিনিটে আমি এবং আমার সহকর্মী ৫ জন রওনা দিই চুড়াইবাড়ী কোভিড টেষ্টিং সেন্টার-এ। স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে অনেক রোগীর সংস্পর্শে আসতে হয় আমাদের, আমি ব্যক্তিগত ভাবে একটি বে-সরকারী নার্সিংহোমে কর্মরত। রোগী নিয়ে কাজ করার সুবাদে এবং পরিবারের সুরক্ষার্থে কোভিড-১৯ অ্যান্টিজেন টেষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিই। চুড়াইবাড়ী পৌঁছলাম বাইকে করে আমি আমার সহকর্মীরা।

চুড়াইবাড়ীতে গিয়ে নিয়মানুযায়ী টোকেন নিলাম, নিয়ে সারিবদ্ধ হলাম। স্বাস্থ্যকর্মী পি.পি.ই পরে তৈরী হলেন এরপর শুরু হলো টেষ্টিং, একের পর এক টেষ্টিং চলছে কেউ পজেটিভ, কেউ বা নেগেটিভ। এক এক করে আমার পালা এল। আমি সাহসীকতার সাথে গেলাম টেষ্ট করালাম, করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার নাম ডাকা হল আমি এগিয়ে আসলাম, তখন কিছু বলা হয়নি আমাকে কিছুক্ষণ পর আমি ও আমার সাথে আরো ২-৩ জনকে একটি ঘরে আবদ্ধ করা হল। আমার সহকর্মীরা একজন একজন করে টেষ্ট করলেন। আমাকে বাইরে থেকে সান্তনা দিলেন তারা। ভাগ্যবশত: আমার সহকর্মীরা সবাই নেগেটিভ আসলো।

আমি একা তাদের মধ্যে পজিটিভ। মনটা মনমরা হয়ে গেলো। এক সাথে এসেছিলাম অনেক আনন্দ হয়েছিল কিন্তু যাবার সময় ওদের মনও বিষন্ন হয়ে গেল।

আমি বদ্ধ ঘর থেকে ফোনে আমার সহকর্মীদের সাথে কথা বলি। ওরা আমাকে সান্তনা দেয়, মনে সাহস যোগায় এবং বলে আমার কাপড়-চোপড় নিজ প্রয়োজনীয় জিনিষ ওরা কোভিড কেয়ার সেন্টারে পানিসাগরে পৌছে দেবে। পজিটিভ থাকায় আমি বলার আগেই ধর্মনগরে আমার বাড়িতে খবর চলে যায়। চুড়াইবাড়ীতে কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মী আমার পরিবারের সবাইকে চেনেন, উনি ফোন মারফৎ খবর পাঠিয়ে দেন।

আমার মা প্রথম ফোন করে জিজ্ঞেস করেন আমার কী পজেটিভ নাকি, এরপর আমি বললাম হ্যাঁ যা শুনেছো সত্যি। মা, বাবা, ভাই বোন ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করে, আমি তাদের সহানুভূতি দেই এবং আশ্বাস দেই খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো। কারণবশতঃ আমার কোন কোভিড-এর লক্ষণ ছিল না, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে কোভিড লক্ষণহীন রোগী বলা হয়ে থাকে (Asymptomatic Patient)। একটু পড়াশুনা করে দেখলাম কোভিড লক্ষণহীন রোগী (Asymptomatic Patient) খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যায়। প্রায় ৩-৪ ঘন্টা বদ্ধ ঘরে থাকার পর ৭ জন কোভিড পজেটিভ রোগী নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে রওনা দেই পানিসাগর কোভিড কেয়ার সেন্টার-১ এ। গাড়ী ছাড়ার সাথে সাথে ফোন করি আমার সহকর্মীদের। উনারা বাইকে করে আধঘন্টার মধ্যে এসে আমাকে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দিয়ে যায়। আমি কৃতজ্ঞ আমার সহকর্মীদের প্রতি আমাকে সাহায্য করার জন্য।

১২-৮-২০২০ থেকে আমার এক অন্য রকম পরিবেশ নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস।

বদ্ধ ঘর এক সাথে প্রায় ৮০ জন লোক, প্রত্যেকের আলাদা বিছানা, জিনিসপত্র রাখার রেক, চার্জার পয়েন্ট ইত্যাদি। হোস্টেল লাইফ কাটিয়েছি প্রায় ৫ বছর তাই খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না।

যাইহোক মনের জোর আর পরিবার প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রার্থনা বালোবাসায় দিন কেটে গেল। স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ করায় কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার বাবুদের চেনা জানা ছিল আগে থেকেই। উনাদের নির্দেশ মত নিজেকে সুরক্ষিত রেখে ঔষধপত্র, খাওয়া-দাওয়া নিয়ম মাফিক মানতে থাকি। তবে সময় কাটানোটা খুব কষ্টকর ছিল প্রতিদিন তারিখ দেখতাম আর দিন গুণতাম কবে টেষ্ট হবে আবার কবে ছাড়া পাব।

অনেক লোকের সাথে পরিচয় হয় কেউ বা ত্রিপুরার আবার কেউ বা বহি:রাজ্য তথা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, পাটনা ইত্যাদি জায়গার। তবে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে মাস্ক পরে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগিয়ে নিজ বিছানায় দূর থেকে গল্প করতাম। ফোন আসতো পরিবার প্রিয়জন থেকে ভিডিও কল, কনফারেন্সে কথা বলতাম এভাবেই দিন কাটতো।

কেউ বা খোঁজ নিত ভালো আছি কিনা খাওয়া দাওয়া করছি কিনা এগুলি। আবার কেউ বা বলতো কী কী মেডিসিন দিয়েছে এখানে ব্যবস্থা কেমন - এ সবই জিজ্ঞাসাবাদ চলতো।

ভালো লাগে আমার খবরাখরব নিত অনেকেই মনে হতো একটা মানসিক শান্তি। যাইহোক দেখতে দেখতে ২০-৮-২০২০ আমার টেষ্ট হলো। ২২-৮-২০২০ সন্ধ্যা বেলা আমার রিপোর্ট আসলো নেগেটিভ। নাম বলা হল মাইকিং করে, যারা নেগেটিভ উনাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে।

মনে একটা আলাদা শক্তি আসলো দুঃখও কিছু বটে এই বন্দীদশা থেকে বের হব কিন্তু বাড়ি যেতে পারবো না। কারণ আমার বাড়ির লোক ১৪ দিনের কোরারেন্টাইনে।

আমি বাইরে কয়েকদিন কাটালাম হোটেলে। এরপর কোয়ারেন্টাইন শেষ হল বাড়ির শান্তি আসলো আমি এবং আমার পরিবার সুরক্ষিত কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে মাস্ক পরতে হবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজার করতে হবে। আমাকে কোভিড সেন্টার থেকে ছুটির সময় একটা কাগজে দেওয়া হল যেখানে লেখা ছিল ভিটামিন-সি যুক্ত খাবার খেতে এবং স্বাস্থ্যকর প্রোটিন যুক্ত খাবার খাওয়ার জন্য এবং নিয়ম মাফিক যাতে চলাফেরা করি।

সব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে আবার নিজ কাজে স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে যোগদান করি। সমাজের কিছু দায়বদ্ধতা স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে, আমি আমার দায়িত্ব কর্তব্যে অটুট ছিলাম বলেই আবার কাজে যোগ দিলাম। কাজে যোগ দিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রেখে কাজ করতে থাকি এবং আমার পরিবার পরিজনের সুরক্ষিতের কথা মাথায় রাখি।

আমার সহকর্মীরা আমি ফিরে আসায় খুব খুশি ওদের মনে একটা আনন্দের উল্লাস আমি বুঝতে পারি।

মনের জোর আর আত্মবিশ্বাস এবং পরিবার পরিজনের ভালোবাসা, প্রার্থনা আশীর্বাদ সাথে থাকলে করোনা জয় করা সম্ভব।

ডাক্তারবাবু এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরামর্শ মতো চললে করোনা জয় করা সম্ভব।

সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন ভয় ভীতি ছাড়ুন রোগ থেকে বাঁচুন রোগীকে ভালো থাকুন, আত্মবিশ্বাস জোগাতে সাহায্য করুন।

* * * *